

## যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৯৯৪

১/ বিবিধ

আরবী

من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً. قيل: يا رسول الله وهل لها من عينين؟ قال: ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: " إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً "، فأمسك القوم أن يسألوه، فأنكر ذلك من شأنهم، وقال: ما لكم لا تسألوني؟ قالوا: يا رسول الله سمعناك تقول من تقول علي ما لم أقل ... ونحن لا نحفظ الحديث كما سمعناه، نقدم حرفاً ونؤخر حرفاً، ونزيد حرفاً وننقص حرفاً، قال: ليس ذلك أردت، إنما قلت: من تقول علي ما لم أقل يريد عيبي وشين الإسلام، أو

شيني وعيب الإسلام

موضوع

أخرجه الخطيب في " الكفاية " (ص 200) بسند صحيح عن علي بن مسلم الطوسي قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن أصبغ بن زيد عن خالد بن كثير عن خالد بن دريك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره

قلت: وهذا إسناد ضعيف وإن كان رجاله كلهم ثقات، فإنه منقطع بين ابن دريك والرجل، فإنه لم يدرك أحداً من الصحابة، ولذلك أورده ابن حبان في أتباع التابعين. ثم رأيت الحافظ ابن كثير قد ساق إسناده في " تفسيره " (3 / 310) من رواية ابن أبي حاتم وابن جرير من طريقين آخرين عن محمد بن يزيد الواسطي بسنده المذكور عن خالد بن دريك (قال: ) بإسناد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا

صريح في الانقطاع بين ابن دريك والرجل لقوله " بإسناده " وهذا يقتضي أن يكون بينه وبين الرجل راو واحد على الأقل، وهو مجهول لم يسم، فهو علة الحديث. ثم إن في آخره ما يشعر بأن التقول عليه لا بأس به إذا لم يكن في شين الإسلام وعيب النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه من وضع الكرامية الذين كانوا يرون جواز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، فإذا أنكر ذلك عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " قالوا: نحن ما كذبنا عليه إنما نكذب له! . وقد روي الحديث من طريق أخرى لا يصح أيضا، رواه أبو نعيم في " المستخرج على صحيح مسلم " ( 1 / 9 / 1 ) عن محمد بن الفضل بن عطية عن الأحوص بن حكيم عن مكحول عن أبي أمامة مرفوعا به مع تقديم وتأخير وقال: " هذا حديث لا أصل له فيما أعلم، والحمل فيه على محمد بن الفضل بن عطية لاتفاق أكثر الناس على إسقاط حديثه ". وقال الهيثمي في " المجمع " ( 1 / 148 ) بعد أن عزاه للطبراني في " الكبير ": " وفيه الأحوص بن حكيم ضعفه النسائي وغيره، ووثقه العجلي ويحيى بن سعيد القطان في رواية، ورواه عن الأحوص محمد بن الفضل بن عطية ضعيف ". قلت: بل هو شر من ذلك كما أشار إليه أبو نعيم في كلمته السابقة، وقال الحافظ في " التقريب كذبوه ". وقال الذهبي في " الضعفاء ": " متروك باتفاق ". والحديث أخرجه ابن منده أيضا في " معرفة الصحابة " ( 2 / 282 / 2 )

বাংলা

৯৯৪। যে ব্যক্তি আমি যা বলিনি তা বানিয়ে বলবে সে যেন জাহান্নামের দু' চোখের সামনে স্থান বানিয়ে নিল। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল জাহান্নামের কী দু' চোখ আছে? তিনি বললেনঃ তুমি কি আল্লাহ তা'আলার এ বাণী শুনোনিঃ "জাহান্নাম তাদেরকে যখন দূর হতে দেখবে, তখন তারা তার তর্জন ও গর্জন শুনতে পাবে"। অতঃপর লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করা বন্ধ করে দিল। তাদের এ অবস্থাকে তিনি অপছন্দ করে বললেনঃ তোমাদের কী হয়েছে আমাকে প্রশ্ন করছ না? তারা বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আমি যা বলিনি তা বানিয়ে বলবে...। অথচ আমরা যেভাবে আপনার নিকট হতে শুনি সেভাবে হাদীছ হেফয করতে পারি

না। একটি অক্ষর আগে আরেকটি পিছে করে ফেলি। একটি অক্ষর বেশী আরেকটি কম করে ফেলি। তিনি বললেনঃ আমি তো তা বুঝায়নি। আমি বলেছিঃ যে ব্যক্তি আমি যা বলিনি তা বানিয়ে বলবে, অর্থাৎ আমার দোষ ও ইসলামের অপমানমূলক কিছু বলবে কিংবা আমার অপমান মূলক কিছু ও ইসলামের দোষ বর্ণনা করবে।

হাদীছটি জাল।

এটি আল-খাতীব "আল-কিফায়াহ" (পৃঃ ২০০) গ্রন্থে সহীহ সনদে আলী ইবনু মুসলিম আত-তুসী হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ আল-ওয়াসেতী হতে তিনি আসবাগ ইবনু য়ায়েদ হতে তিনি খালেদ ইবনু কাছীর হতে তিনি খালেদ ইবনু দুরায়েদ হতে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক সাথীদের কোন এক ব্যক্তি হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি দুর্বল। যদিও বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য। কারণ ইবনু দুরায়েদ ও এক ব্যক্তির মধ্যে সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। ইবনু দুরায়েদ কোন সাহাবাকেই পাননি। এ জন্যই ইবনু হিব্বান তাকে তাবে তাবেঈনদের দলে উল্লেখ করেছেন।

হাফয ইবনু কাছীর তার "তাবসীর" (৩/৩১০) গ্রন্থে ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু জারীরের বর্ণনায় দুটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছেঃ ইবনু দুরায়েদ তার নিজ সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথীদের কোন এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন।

এখানে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ইবনু দুরায়েদ ও সেই ব্যক্তির মধ্যে কমপক্ষে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার নাম নেয়া হয়নি, তিনি মাজহুল। এটিই হচ্ছে হাদীছটির সমস্যা।

তার পরেও হাদীছটির শেষ অংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোষ ও ইসলামের অপমানমূলক কিছু না বলা হয়, তাহলে তার উপর বানিয়ে কথা বলাতে কোন সমস্যা নেই। সম্ভবত এটি কাররামিয়াদের বানানো হাদীছ। যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর তারগীব, তারহীব এবং ফাযীলতের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলাকে জায়েয মনে করে থাকে। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নের বাণীঃ

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

"যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করল সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল" দ্বারা তাদের উক্ত বক্তব্যকে অস্বীকার করা হয় তখন তারা বলে যে, আমরা তো তাঁর উপর মিথ্যা বলছি না তার জন্য মিথ্যা বলছি!

আবু নোয়াইম মুহাম্মাদ ইবনুল ফাযল ইবনে আতিয়াহ সূত্রে আহওয়াস ইবনু হাকীম হতে ... হাদীছটি বর্ণনা করে বলেছেনঃ আমার জানা মতে এ হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই। তার সমস্যা হচ্ছে এই মুহাম্মাদ ইবনুল ফাযল। কারণ অধিকাংশরাই তার হাদীছ গ্রহণ যোগ্য না হওয়ার বিষয়ে একমত।

হয়ছামী "আল-মাজমা" (১/১৪৮) গ্রন্থে বলেনঃ বর্ণনাকারী আহওয়াসকে নাসাঈ ও অন্য বিদ্বানগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। যদিও আজালী ও ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান এক বর্ণনায় তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ বরং তিনি (মুহাম্মাদ ইবনুল ফাযল) তার চেয়েও নিকৃষ্ট। হাফিয ইবনু হাজার বলেনঃ মুহাদ্দিছগণ তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। যাহাবী "আয-যোয়াফা" গ্রন্থে বলেনঃ সকলের ঐকমত্যে তিনি মাতরুক।

হাদীছটি ইবনু মান্দাহ "মারিফাতুস সাহাবাহ" (২/২৮২/২) গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71873>

📄 হাদিসবিডিৰ প্রজেক্টে অনুদান দিন